জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ
NATIONAL SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY BANGLADESH

এনএসডিএ বার্তা

ত্রৈমাসিক প্রকাশনা। মহান স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা ২০২৩

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন; স্মার্ট বাংলাদেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন

নাসরীন আফরোজ

সুদীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ-দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার, যেখানে বাঙালির আলাদা আবাস ভূমি, সেখানকার মানুষ হবে অসাম্প্রদায়িক, বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্যের ভিত্তিতে বিকশিত ও বিস্তৃত অর্থনীতি, গণতান্ত্রিকতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ও কল্যাণে নির্মিত একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

জাতির পিতার সেই স্বপ্নকে রূপায়ণ করার আগেই, ঘাতকের বুলেট ১৯৭৫ সালে তাঁর দেহকে বিদীর্ণ করে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বঙ্গবন্ধু হতে অনুপ্রাণিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনাশ করতে পারেনি। ২০০৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে কাজ করে চলেছেন। ওই সময়ে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং ডিজিটাল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ২০২১ সালের মধ্যে তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশে' রূপান্তরে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি ভিত হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি।

প্রযুক্তি নির্ভরতায় দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। তাছাড়া, বর্তমান বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে টিকে থাকার অন্যতম প্রধান উপায় দক্ষতা উন্নয়ন। বর্তমান বিশ্বে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ক্রমাগত নতুন নতুন প্রযুক্তি সংযুক্ত হচ্ছে। ফলে মানুষ ও যন্ত্রের মিলিত শ্রমে আধুনিক উৎপাদন কারখানা গড়ে উঠছে। ইতোমধ্যে প্রযুক্তিতে যুক্ত হয়েছে রোবোটিক্স, থ্রি-ডি প্রিন্টার্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন, ন্যানো প্রযুক্তি, অটোমেশন ইত্যাদি। পরিবর্তিত শ্রমব্যবস্থায় আধুনিক শিল্পের চাহিদা, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবেলা ও জনমিতিক লভ্যাংশের সুফল পেতে যুবদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। এছাড়া, দেশ-বিদেশের শ্রমবাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা দরকার। সার্বিক বিবেচনায় প্রযুক্তির সাথে খাপ-খাওয়াতে দক্ষতা উন্নয়নে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তির বিষয় প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

দেশে ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যা পক্ষান্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের নিরন্তর প্রচেষ্টা।

নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর
১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ দিন সকালে এনএসডিএ-এর পক্ষ থেকে নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) এর নেতৃত্বে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ধানমন্ডিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু করা হয়।

পরবর্তীতে এনএসডিএ-এর সভাকক্ষে জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজ। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৈশোর থেকেই বিভিন্ন সংকটে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তিনি শিশুদের ভালোবাসতেন। শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস গড়তে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁর আদর্শিক গুণাবলি শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি নিয়ে বেড়ে উঠবে।

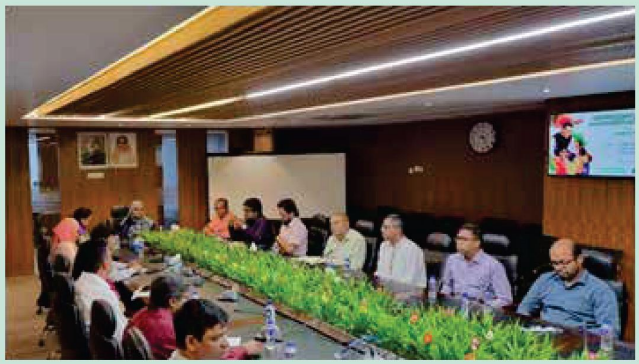

পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা অনুষ্ঠান

মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময়

মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম.পি. মহোদয়কে এনএসডিএ-এর শুভেচ্ছাস্মারক প্রদান করছেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজ।

গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম.পি. মহোদয় এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজের মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এনএসডিএ-এর কার্যক্রম, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, দক্ষ জনবলের চাহিদা নিরূপণ ও বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ জনবল প্রেরণ এবং জনমিতিক লভ্যাংশের সদ্ব্যবহার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মানসম্পন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল তৈরি ও কর্মে নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

জেলা পর্যায়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২২ অবহিতকরণ কর্মশালা

নরসিংদী জেলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২২ অবহিতকরণ কর্মশালা

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ নরসিংদী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২২ অবহিতকরণ' কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজ। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনএসডিএ-এর সদস্য (যুগ্মসচিব) জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা। সভাপতিত্ব করেন জনাব আবু নইম মোহাম্মদ মারুফ খান, জেলা প্রশাসক, নরসিংদী। সভায় নরসিংদী জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে কুমিল্লা ও গাজীপুরসহ মোট তিন জেলায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন ও এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হলো আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমানে চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন পেশায় দক্ষ জনবল প্রেরণের পরিবেশ তৈরি করা। এ লক্ষ্যে দক্ষ জনবলের চাহিদা রয়েছে এমন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) স্বাক্ষর করা। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ৫ জানুয়ারি ২০২৩ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন ও এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দক্ষ জনবল ও এমওইউ স্বাক্ষরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

জাইকার সঙ্গে মতবিনিময় সভা

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এনএসডিএ সভাকক্ষে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব নাসরীন আফরোজ, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), এনএসডিএ। সভায় এনএসডিএ-সদস্য জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা, জনাব আলিফ রুদাবা ও জনাব মোঃ জোহর আলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং জাইকার পক্ষে সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ মি. তারো কাটসুরাই ও প্রোগ্রাম অফিসার জনাব আসিফ হাসান উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত

গত ১ মার্চ ২০২৩ জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জিও-এনজিও যৌথ উদ্যোগে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ না করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৬(১)(ক) এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি ৪ এর অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রকল্প জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি, দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রকল্প অর্থায়নের বিষয়ে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল-এর মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দক্ষতা উন্নয়নের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, এ সিদ্ধান্ত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করবে এবং দক্ষ ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৩ এর অগ্রগতি

ওয়ার্ল্ড স্কিলস কম্পিটিশন, ২০২৪-এ অংশগ্রহণের প্রতিযোগী বাছাইয়ের জন্য বিভিন্ন পেশায় দক্ষ প্রতিযোগীদের বাছাই করতে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৩' এর আয়োজনের কার্যক্রম চলমান আছে। এ উপলক্ষ্যে ১৬ মার্চ ২০২৩ এনএসডিএ সভাকক্ষে নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে ৪৬তম ওয়ার্ল্ড স্কিলস কম্পিটিশন, ২০২২-এ বেকারি অকুপেশনে ৮ম স্থান অধিকারী মোঃ সাব্বির হোসেন হৃদয়কে শুভেচ্ছাস্মারক প্রদান করে অভিনন্দন জানানো হয়।

সভায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০২৩ সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বিষয় বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় ট্রেডসমূহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ-সংক্রান্ত উপকমিটি সভাকে অবহিত করে যে, প্রাথমিকভাবে ১৩টি ট্রেড নির্বাচন করা হয়েছে। এগুলো হলো: ১. কুকিজ, ২. বেকারি, ৩. ফ্যাশন টেকনোলজি, ৪. ওয়েব টেকনোলজিস, ৫. সাইবার সিকিউরিটি, ৬. ওয়েল্ডিং, ৭. পেইন্টিং এন্ড ডেকোরেটিং, ৮. পেটিসারি এন্ড কনফেকশনারি, ৯. প্লাস্টারিং এন্ড ড্রাইওয়াল সিস্টেম, ১০. রেস্টুরেন্ট সার্ভিস, ১১. আইটি নেটওয়ার্ক সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ১২. ক্লাউড কম্পিউটিং ও ১৩. প্রিন্ট মিডিয়া টেকনোলজি।

৪৬তম ওয়ার্ল্ড স্কিলস কম্পিটিশন, ২০২২-এ বেকারি অকুপেশনে ৮ম স্থান অধিকারী মোঃ সাব্বির হোসেন হৃদয়কে স্মারক প্রদান করছেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজ

দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহীদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রমোশনাল ভিডিও নির্মাণ ও একটি রঙিন পোস্টার ছাপানোর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আইএসসির প্রতিনিধিবৃন্দ প্রিন্ট, টেলিভিশন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিজস্ব উদ্যোগে প্রচারের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, এনএসডিএ ও আইএসসির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৩ এর বিজয়ীরা ফ্রান্সে অনুষ্ঠিতব্য 'ওয়ার্ল্ড স্কিলস কম্পিটিশন, ২০২৪-এর ৪৭তম বিশ্ব আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে।

২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ পালন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজের নেতৃত্বে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

যতদূর যাও পাখি দেখা হবে ফের স্বাধীন ঐ আকাশটা শেখ মুজিবের

সুদীপ পাল

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজকের এই লেখা। ১৭ মার্চ ১৯২০, মহাকালের এই অগ্নিপুরুষ জন্ম লাভ করেন। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে চূড়ান্ত বিজয় লাভ পর্যন্ত সংগঠিত আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সক্রিয় অবদান রেখেছেন। বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা উপস্থাপন করে তিনি বলেছেন, 'সাঁকো দিলাম স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।' ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়েও পরোক্ষভাবে তিনবার স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন, জানিয়ে গেছেন যুদ্ধের রণকৌশল হিসেবে গেরিলা যুদ্ধের কথা। তাই নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, '৭ মার্চের ভাষণই ছিল স্বাধীনতার মূল দলিল।'

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বভাবে যেমন ছিলেন দৃঢ়চিত্ত, তেমনি ছিলেন শিশুসুলভ মনোভাবাপন্ন। কারাগারে থাকাকালীন ছোট্ট একটি হলদে পাখিকেও তিনি ভুলে যাননি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য' -এর মতোই তাঁর ব্যক্তিত্বে দুই রকম মনোভাবের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। আর এজন্যই তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন মানবতাবাদী বিশ্ব নেতা। অপরদিকে, শৈশব থেকেই তাঁর চরিত্রে ফুঠে ওঠে নেতৃত্বের গুণাবলি। গোপালগঞ্জের মিশনারি হাইস্কুলে থাকাকালীন তিনি গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যাত্রাপথ রুদ্ধ করে স্কুলের জন্য দাবি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর কল্যাণকামী নেতৃত্বের জন্য সেই কিশোর বয়সেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্নেহধন্য। এমনকি দুর্ভিক্ষের সময়ে নিজ বাড়ির খাদ্যভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের জন্য।

জাতির পিতার জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস যেন একই সুঁতোয় বাধা। বঙ্গবন্ধুর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিসমূহ হয়ে উঠুক এ-দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য অনুকরণীয়।

লেখক: সহকারী পরিচালক (শিল্প সংযোগ)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

এসএমই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এনএসডিএ-এর সভাকক্ষে এনএসডিএ এবং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশনের মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজ। এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এবং এনএসডিএ ও এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নিশ্চিত করা হচ্ছে গুণগত প্রশিক্ষণ

দক্ষতা উন্নয়নে গুণগত প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এনএসডিএ শুরু থেকেই প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ পর্যন্ত (মার্চ ২০২৩) মোট ১৯১টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (সিএস) ও কম্পিটেন্সি অ্যাসেসমেন্ট ডকুমেন্ট (ক্যাড), ৪২টি কম্পিটেন্সি বেজড কারিকুলাম (সিবিসি) এবং ১৯টি কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস (সিবিএলএম) প্রণয়ন ও ভ্যালিডেট করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অকুপেশনের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক সিএস, সিবিসি ও সিবিএলএম প্রণয়ন অব্যাহত রয়েছে।

এনএসডিএ-এর কার্যক্রমে যুক্ত হতে আশাবাদী দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন হাই-টেক

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ওয়ালটন গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। এ শিল্প প্রতিষ্ঠানে রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, মটরসাইকেল, এয়ার কন্ডিশনার, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিকস মালামাল প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে প্রায় ৭০০ একর জমির ওপর নির্মিত মোট ২২টি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। কর্মী রয়েছে ১০ হাজারের বেশি। উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই দক্ষ মানবসম্পদের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। সে কারণে এ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে দক্ষ জনবলের চাহিদা। গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, জনাব জোহর আলী, সদস্য (সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট), জনাব আলিফ রুদাবা, সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান) সহ এনএসডিএ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পরিদর্শনে গেলে আলাপ আলোচনায় এ তথ্য উঠে আসে।

এ সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে শিল্পে নিয়োজিত জনবলের রি-স্কিলিং, আপ-স্কিলিং এবং দক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থানের বিষয়ে আলোচনা হয়। ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ সরকারের অংশীজন হিসেবে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানকে জানানো হয় এবং একই সাথে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেল এবং কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির (সিএসআর) মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরি, শিক্ষানবিসদের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ, স্কিলস ট্রেনিং প্রোভাইডারদের (এসটিপি) প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ/শিল্প সংযুক্তির বিষয় ও প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের পিএসসির সভা অনুষ্ঠিত

২০ মার্চ ২০২৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে চলমান এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) ৩য় সভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোন্যান্টের সার্বিক অগ্রগতিসহ আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা হয়।

এনএসডিএ-এর সদস্য এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা জানান, প্রকল্পটির চারটি কম্পোনেন্ট-এ বেশ কিছু কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে। কম্পোনেন্ট ১-এর দক্ষতা প্রশিক্ষণ ডকুমেন্ট প্রস্তুতের আওতায় ইতোমধ্যে ৩২টি কম্পিটেন্সি স্যান্ডার্ড, ১১টি কম্পিটেন্সি বেজড কারিকুলাম (সিবিসি) ও ২৩টি অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ৪৮টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড, ১৯টি কম্পিটেন্সি বেজড কারিকুলাম (সিবিসি) এবং ২টি কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (সিবিএলএম) ভ্যালিডেট করা হয়েছে। তিনি বলেন, কম্পোনেন্ট ২-এর আওতায় 'স্কিলস ম্যাপিং ইন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্নিচার, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি, কনস্ট্রাকশন, এগ্রিকালচার এন্ড এগ্রোফুড সেক্টর' শীর্ষক গবেষণাটি আরম্ভ করার প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। কম্পোনেন্ট ৩-এর আওতায় ইতোমধ্যে ঢাকার বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে (বিকেটিটিসি) ২টি ব্যাচে এবং চট্টগ্রামের বিকেটিটিসিতে ১টি ব্যাচে অ্যাসেসর প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া, ৬৪ জেলায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২ অবহিতকরণ শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে নরসিংদী, কুমিল্লা ও গাজীপুরে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে নির্মিত একটি টেলিভিশন কমার্সিয়াল (টিভিসি) বিভিন্ন টেলিভিশন ও অনলাইন মাধ্যমে সম্প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দক্ষতা প্রশিক্ষণে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। রচনা প্রতযোগিতার বিষয়বস্তু 'ক' বিভাগ 'দক্ষতাই শক্তি, দক্ষতায় মুক্তি' এবং 'খ' বিভাগ 'পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি, দক্ষ জনশক্তি: স্মার্ট বাংলাদেশ' নির্ধারণ করা হয়। প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে ১৭৭ জন এবং 'খ' বিভাগে ১৩৩ জন প্রতিযোগী লিখিত রচনা এনএসডিএ কার্যালয়ে প্রেরণ করেছেন। প্রাপ্ত রচনাসমূহ মূল্যায়নের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়, যাঁরা প্রাপ্ত রচনাসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করেন। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

সভায় এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজ এবং স্টিয়ারিং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কম্পোনেন্ট ৪-এর আওতায় মিডিয়া এক্সপার্ট, আউটসোর্সের মাধ্যমে জনবল এবং মাইক্রোবাস সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট অনুবিভাগ নিবন্ধনকৃত সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং এনজিও কর্তৃক পরিচালিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদায়নের লক্ষ্যে অ্যাসেসমেন্ট করে থাকে।

প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম

এনএসডিএ-এর কোর্স ও কারিকুলামে এ পর্যন্ত ৩৮০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে যার মধ্যে ২৬৭৩ জন কম্পিটেন্ট হয়েছেন। এছাড়া, কম্পিটেন্সি বেজড ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট এবং কম্পিটেন্সি বেজড অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতিতে মোট ৩৬১ জন অ্যাসেসর এবং ২২৫ জন প্রশিক্ষক এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত হয়েছেন। অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মানসম্মত অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট অনুবিভাগ কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন অকুপেশন ও লেভেলে অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়নের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। এ-সকল কর্মশালায় এনএসডিএ-এর পরামর্শকগণ এবং বিভিন্ন সেক্টরের এক্সপার্টগণ রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত থেকে লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক অভীক্ষার প্রশ্নপত্র, স্বমূল্যায়ন ডকুমেন্ট প্রণয়নসহ প্রশ্নব্যাংক তৈরির কাজ করেন। এসব কর্মশালার মাধ্যমে প্রণীত প্রায় ৯২ সেট প্রশ্নপত্র বর্তমানে সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট অনুবিভাগের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

২৩টি অকুপেশনে ২৪৪৪ জনকে দক্ষতা সনদ প্রদান

এনএসডিএ নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কোর্স অনুমোদন সাপেক্ষে সনদায়িত প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারিত দিনে সনদায়িত অ্যাসেসরের মাধ্যমে এনএসডিএ প্রণীত টুলস দ্বারা জ্ঞান, দক্ষতা ও অ্যাটিচুড মূল্যায়ন করা হয়। একটি অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড-এর সবগুলো ইউনিটে সক্ষম অ্যাসেসিকে কম্পিটেন্ট বা সক্ষমতার সনদ প্রদান করা হয়। সবগুলো ইউনিটে সক্ষম না হলে প্রশিক্ষণার্থী যেসব ইউনিটে সক্ষমতা অর্জন করেছেন তার জন্য স্টেটমেন্ট অব অ্যাচিভমেন্ট সনদ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অকৃতকার্য ইউনিটগুলোতে অংশ নিয়ে সক্ষমতার সনদ গ্রহণের সুযোগ আছে। এনএসডিএ-এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৩টি অকুপেশনে মোট ২৪৪৪ জনকে দক্ষতার সনদ ইস্যু করা হয়েছে।

কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার নিবন্ধন

এনএসডিএ-এর অধীনে নিবন্ধিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সক্ষমতার নিরিখে কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন এবং অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার নিবন্ধনের জন্য ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করলে এনএসডিএ কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন টিম সরেজমিন পরিদর্শন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করলে কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ১৭১টি ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে নিবন্ধনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৭৫টি।

কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান এবং অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার নিবন্ধনের লক্ষ্যে এসটিপি পরিদর্শন

এগিয়ে চলছে ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালের (এনএসপি) কাজ

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা ও যোগান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, প্রশিক্ষণার্থীদের সনদায়ন ও স্কিলস গ্রাজুয়েটদের তথ্য, কোর্স এক্রিডিটেশন, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, শিক্ষানবিশি, আইএসসি-সংক্রান্ত বিষয়াদির সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক স্কিলস পোর্টাল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। স্কিলস পোর্টাল কম্পোজিট ও মডিউলার আকারে তৈরি হবে যেখান থেকে ডাটা এন্টির সুবিধা, স্কিলস গ্যাপ বিশ্লেষণ এবং চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট তৈরির সুবিধা থাকবে। প্রাথমিকভাবে ১৬টি মডিউলের পরিকল্পনা থেকে পোর্টালের কার্যক্রম চলমান আছে।

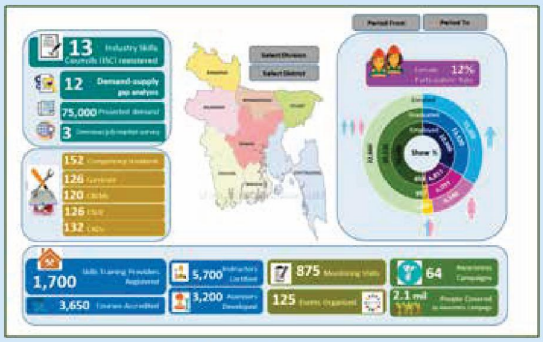

জাতীয় স্কিলস পোর্টালের ড্যাসবোর্ড

ইতোমধ্যে ১০টি মডিউলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি মডিউলের কাজ চলমান অর্থবছরে সম্পন্ন হবে। উল্লেখ্য যে, এনএসপিতে পলিসি, স্ট্র্যাটিজি ও গাইডলাইন, ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি), রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ, লাইভ জব অপরচুনিটিস, ট্রেনিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস, স্কিলস ট্রেনিং প্রোভাইডারস রেজিস্ট্রেশন, কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন, অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অ্যাক্রিডিটেশন, ইন্সট্রাক্টর এন্ড অ্যাসেসর, ট্রেনিং এমপ্লয়মেন্ট গ্রাজুয়েট ট্রাকিং, প্রোগ্রাম এন্ড প্রজেক্ট, অ্যাসেসমেন্ট এন্ড সার্টিফিকেশন, ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট, মনিটরিং এন্ড ইভ্যাল্যুয়েশন, ইভেন্টস এবং ফাইন্যান্সিং মডিউলের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রদান অব্যাহত

এনএসডিএ-এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এনএসডিএ-এর আওতায় নিবন্ধন প্রদান করা। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এনএসডিএ বরাবর জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল (এনএসপি)-এর মাধ্যমে আবেদন দাখিল করে। এনএসডিএ-এর কর্মকর্তা ও আইএসসি-এর একজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত পরিদর্শক টিম আবেদনকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কর্তৃপক্ষের সভায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন চূড়ান্ত করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৩৬২টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

৭ মার্চ ১৯৭১; বঙ্গবন্ধুর ভাষণে কী ছিল

- আরিফ হোসেন

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। এই ভাষণদানের পর আন্তর্জাতিক মিডিয়া তাঁকে 'রাজনীতির কবি' বা পোয়েট অব পলিটিক্স হিসেবে অভিহিত করেছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব ফ্রাঞ্জ ফিল্ড কয়েক বছর আগে বিশ্বের সেরা বক্তৃতাগুলো নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ বের করেছেন। 'উই শ্যাল ফাইট অন দি বিচেস: দি স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্টোরি' নামক ওই গ্রন্থে ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্বের গত আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে, যুদ্ধকালে দেওয়া বিশ্বের অন্যতম অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তৃতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউনেস্কোর 'মেমোরি অফ দি ওয়ার্ল্ড' কর্মসূচির আওতায় ৭ মার্চের ভাষণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় বাঙালির গর্ব ও অহঙ্কারে যুক্ত হলো নতুন একটি পালক। এ ভাষণ এখন বিশ্ব দলিল। মহাকালের রাজনৈতিক ইতিহাসের অমর কাব্য।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। জাতির পিতা এ ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে প্রতিবাদমুখর করে তুলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি, সেদিন জনসভায় যাবার পূর্বে ৩২ নাম্বারে বিভিন্ন লোকজন এসেছিলেন; বঙ্গবন্ধুকে নানা পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কিন্তু ঘর থেকে বেরোবার সময় বঙ্গমাতা বেগম মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, "অনেকে অনেক কিছু বলবে, কিন্তু তুমি জানো জাতি কী চায়। আর তুমিও জানো তুমি কী চাও। তাই তোমার মনে ঠিক যে কথাটি আসে, তুমি সেটিই বলবে। কারও কোনো কিছুতে প্রভাবিত হবে না।' তারপর বঙ্গবন্ধু এক গ্লাস পানি খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। পরবর্তীতে যা হলো, তা মহাকালের অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণটি ছিল সম্পূর্ণরূপে হৃদয় থেকে উৎসারিত। তাঁর ভেতরে অনেক বছর ধরে পুঞ্জীভূত কথাগুলোই বারুদের মতো বেরিয়ে এসেছিল সেদিন। এ ভাষণে যেমন ছিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, তেমনি ছিল দিকনির্দেশনা। তিনি বলেছিলেন, "আর যদি একটি গুলিও চলে, তাহলে বাঙলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আমি যদি হুকুম দিবার না পারি, আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।"

ভাষণটি লোকজ উপাদানে ভরপুর। সবচেয়ে বিস্ময়কর এর ভাষার যাদু। মঞ্চে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লাখো জনতাকে আপন করে নিলেন প্রথম বাক্যে 'ভায়েরা আমার' সম্বোধন করে। এ ভাষণ এক ঐতিহাসিক দলিল; অবিনাশী একরাশ কথামালা। এ ভাষণের মধ্যে সামরিক তাৎপর্যও খুঁজে পাওয়া যায়। এটি সমাজতত্ত্বের একটি অধ্যায়। এর আছে অর্থনৈতিক তাৎপর্য। ভাষণটিতে আরেকটি দিক খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে গান্ধীজীর অংহিস আন্দোলন আবার নেতাজী সুভাষ বসুর সশস্ত্র আন্দোলনের ইঙ্গিত বহন করে। শত্রুকে হুঁশিয়ার করেছেন আবার বীরত্বের কথাও খুঁজে পাই এর ভেতর। এত বৈচিত্র্যময় ভাষণ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। একটি ভাষণের জন্য একটি দিন ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে, এমন নজিরও পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। একটি মাত্র ভাষণ একটি জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেছে, স্বাধীনতার ঘোষণা স্মারক হয়ে রয়েছে, এমন নজিরও নেই।

যখন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এর ব্যাখ্যা দেন তখন এটি হয়ে ওঠে এক অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার ভাষণ। মনস্তত্ত্ববিদের পর্যালোচনায় বঙ্গবন্ধু একজন মনস্তত্ত্ববিদ। দার্শনিকরা এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুকে আবিস্কার করেছেন একজন বড় দার্শনিক হিসেবে। সমাজবিজ্ঞানীদের চোখে তিনি একজন সমাজবিজ্ঞানী। যোগাযোগ বিজ্ঞানীদের কাছে ৭ মার্চের ভাষণ, যোগাযোগ বিজ্ঞানে তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা! কবি সাহিত্যিকদের কাছে এটি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি পড়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক সংগ্রামে কবিতা অনেক সময় অস্ত্রের চাইতেও শক্তিশালী হাতিয়ার।' কবি নির্মলেন্দু গুণ ৭ মার্চের ভাষণকে 'মহাকাব্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যে কাব্যের মহাকবি হচ্ছেন, বাঙালি জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

লেখক: মিডিয়া এক্সপার্ট, এনএসডিএ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- কামরুন নাহার সিদ্দীকা

বাংলাদেশ এ বছর ৫৩তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করছে। অগ্নিঝরা মার্চ জাতীয় পর্যায়ের অনেকগুলি স্মরণীয় দিবস নিয়ে আবির্ভূত হয়। তেমনি একটি দিবস ১৭ মার্চ।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ব্যতিক্রমী এক শিশুর জন্ম হয়। এ শিশুই পরবর্তীতে বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি শোষণ-শাসন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির সংগ্রামে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনিই বাংলাদেশের জাতির পিতা। অজপাড়াগাঁয়ে গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে কলকাতার বিখ্যাত ইসলামিয়া কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ন্যায্য দাবি আদায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রকাশ কিশোর বয়স থেকেই। স্বাভাবিক ভীতির কোনো বালাই ছিল না বঙ্গবন্ধুর স্বভাবে। বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাঁর বাঙালি চেতনা আরও শানিত হতে থাকে। মানবিক অন্যান্য গুণের সঙ্গে সাহসিকতা, স্পষ্টবাদিতা ও বলিষ্ঠতার জন্যই তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন আপামর জনসাধারণ। তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সোনার বাংলা গঠনের যে ব্রত নিয়ে বঙ্গবন্ধু কাজ শুরু করেছিলেন তার ২/১টি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে সাড়া দিয়ে মুক্তিকামী বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বন্দিদশা হতে স্বদেশে ফিরে এলেন ১৯৭২ এর ১০ জানুয়ারি। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে তখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শূণ্য, বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, রেললাইন, সমুদ্র ও বিমানবন্দরে অচলাবস্থা, সার্বিক অর্থনীতি সংকটাপন্ন।

স্বাধীনতা উত্তর একটি দেশের আর্থিক খাতের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠনসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ পুনর্গঠন। দেশীয় মুদ্রা প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সিস্টেম পুনরুদ্ধারে বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ নিলেন। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার জারির পর বাংলাদেশ ব্যাংক ১ ও ১০০ টাকার নোট ছাপানোর কাজ শুরু করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো রিজার্ভ মুদ্রা ছিল না, ছিল না কোনো রিজার্ভ সোনা। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বিদেশি ব্যাংকে নস্ট্র অ্যাকাউন্ট খোলে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংকের সদস্যপদ লাভ করে। IMF-এর চাঁদা দেওয়ার জন্য ২০ লাখ ডলার মূল্যের স্বর্ণ কানাডা থেকে কিনে অর্জন করে SDR (Special Drawing Right)। স্বাধীনতার ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ৯৫ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে রপ্তানি দুনিয়ায় প্রবেশ করে।

বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধে বলেছিলেন, "দেশের জনগণের পক্ষ থেকে কঠোর পরিশ্রম ও প্রয়োজনে যে কোনো ত্যাগের জন্য সর্বাত্মক অঙ্গীকার ছাড়া কোনো পরিকল্পনারই, তা যত সুলিখিত হোক না কেন, সঠিক বাস্তবায়ন হতে পারে না। আমাদের সবাইকে তাই অবিচল সংকল্প নিয়ে জাতি গঠনের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে।" মাত্র সাড়ে তিন বছরে সীমাহীন সীমাবদ্ধতা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার কারণে তাঁর সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের মানুষের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয় তাঁর ভাবনায় ছিল। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শিল্পখাতের পুর্নবাসন ও পুর্নগঠনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সকল বড় শিল্প যেমন পাট, চিনি, বস্ত্র, ইস্পাত এগুলোর অধিকাংশ পাকিস্তানিদের মালিকানায় ছিল। পাকিস্তানি মালিক এবং দক্ষ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপকগণ চলে গেলে প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তাই এগুলোসহ বড় প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। শিল্প বিকাশের সুফল এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকসহ বৃহত্তর সমাজ যাতে পেতে পারে সে লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগেই বঙ্গবন্ধু তাঁর মানসপটে 'সোনার বাংলার' একটি চিত্র আঁকেন বলে ধারণা করা যায়। স্বাধীনতার পর পর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজে। ধারাবাহিকভাবে নিজের দর্শন মোতাবেক তিনি শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী নিরাপত্তা, প্রশাসনিক সংস্কারসহ নানাবিধ কাজে হাত দেন। শিক্ষা ব্যতীত একটি জাতি বেশি দূর এগুতে পারে না–এ কথা তাঁর ভাবনায় প্রোথিত ছিল। বঙ্গবন্ধু মানব-সক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। মানুষের সামর্থ্য বাড়ালে দেশ এগিয়ে যাবে, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। মুক্তিযুদ্ধজয়ী এ জাতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থায় স্বাবলম্বী করতে তিনি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশনের ২ বছরব্যাপী গবেষণালব্ধ রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার, নিরক্ষরতা দূর এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার পুর্ণবিন্যাস এবং পুর্নগঠনের ওপর এ রিপোর্টে দিকনির্দেশনা প্রদান ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাবনাও করা হয়। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ, উদ্দীপনা, উৎসাহ ও নির্দেশনায় এ রকম একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষা কমিশন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিল বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তি রচিত হবে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে। দশম শ্রেণির পর বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনমতো উচ্চ পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারদর্শীতা লাভ করে দক্ষ কর্মী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করবে। এই উদ্দেশ্যে শিল্পে শিক্ষানবিশি প্রকল্প এবং একাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল সংবিধান বর্ণিত শিক্ষাদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। একটি গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ গঠনে যে ধরনের শিক্ষানীতি গ্রহণ করা উচিৎ এবং যে বিনিয়োগ প্রয়োজন তাই এ রিপোর্টে ছিল এবং সামগ্রিক বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল সর্বাগ্রে। দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া এ দেশকে গড়ে তোলা সম্ভব নয় এ কথা বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন। বর্তমানে আমরা এসডিজি বাস্তবায়নে যে মানসম্মত শিক্ষার কথা বলছি, যে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে তা বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের সংবিধানে বলে গেছেন। সমাজে চাহিদার সঙ্গে শিক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তা বেকার সমস্যা সৃষ্টি করবে। দক্ষতার ক্রমাগত উন্নতি নির্ভর করে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ওপর। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই। আর সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে ভাবী বংশধরদের এক সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ উপহার দিতে হবে।"

জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মূল লক্ষ্য। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক কাঠামোকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন যার মূলে ছিল মানুষের উন্নয়ন ও মানুষকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা। দেশের স্বাধীনতা বিরোধী এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্র হটাতে তিনি যখন উদ্যোগ গ্রহণ শুরু করলেন তখনই ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে সপরিবারে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। তারা তাঁর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণে তাঁরই দেখানো পথে হাঁটছেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এনএসডিএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বলেছিলেন, "বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী এক মুক্তি সংগ্রামে জনগণের অধিকার ও মর্যাদার

জন্য লড়াই করা এবং অগ্রগামী নেতা ছিলেন শেখ মুজিব। এই দেশপ্রেমিকের বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ করা থেকেই অনুধাবন করা যায় দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার পরিধি। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন জনতার নেতা এবং জনগণের সেবায় স্বীকার করে গেছেন সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ।"

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আলোচনা লেখালেখি গবেষণামূলক কাজ চলছে এবং বহুদিন পর্যন্ত চলবে। অর্ধশতক বা তারও আগে তিনি যা ভেবেছেন বলেছেন এবং করেছেন তা আজকের বাস্তবতায়ও সঠিক। এ বছর আমরা স্বাধীনতার ৫৩তম বার্ষিকী পালন করছি। এত বছরেও স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু নিবিড়ভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বাংলার মাটি আকাশ বাতাসে মিশে আছেন। বাংলার ইতিহাসে মহামানবের মহাকীর্তি স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল ভাস্বর থাকবে।

লেখক: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

- মোহাম্মদ শফিক

১৯৭১ সালের মার্চ মাস আগুন ঝরানো হলেও ১৯২০ সালের মার্চ মাস তেমন আগুন ঝরানো ছিল না। বরং ও-ই সময়ে জন্ম হয়েছিল একটি আগুনের ফুলকির। সেই আগুনের ফুলকি বাঙালির প্রাণে আগুনের ছোঁয়া লাগিয়েছিল ১৯৭১-এর মার্চে। সে কারণেই বোধকরি মার্চ'৭১ বাঙালির জীবনে অগ্নিঝরা মার্চ হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মের ঠিক পরের বছরে ১৯২১ সালে স্কটল্যান্ডের স্থপতি স্যার প্যাট্রিক গিডেসকে একটি চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন হয়তো কবিগুরু জানতেন না যে এমন একটি আগুনের ফুলকির জন্ম হয়েছে বাংলার মাটিতে। এই প্যাট্রিক গিডেস ছিলেন বিশ্বভারতীর রূপকার। চিঠির একটি অংশে কবিগুরু নেতৃত্বের একটি উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন, "আই ডু নট হ্যাভ ফেইথ ইন এনি ইন্সটিটিউশন বাট ইন দ্য পিপল, হু থিংক প্রোপারলি এন্ড অ্যাক্ট রাইটলি।' অর্থাৎ, কবিগুরু এখানে আলোকপাত করেছেন যথার্থ চিন্তা এবং সঠিক কর্মের ওপর। বঙ্গবন্ধুর জীবনী পর্যালোচনা করলে নেতৃত্বের এসব গুণাবলিই আমরা দেখতে পাই।

বঙ্গবন্ধুর যথার্থ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর বাংলাদেশকে নিয়ে চিন্তার মধ্য দিয়ে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্ম লাভের পর সকলে যখন উল্লসিত, ঠিক তখন বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধু এক সভায় বলেছিলেন, 'এই পাকিস্তান বাঙালির অধিকার রক্ষা করবে না। মাওড়াদের সাথে থাকা যাবে না।'

অন্নদাশঙ্কর রায় যখন প্রশ্ন করেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে "কখন থেকে আপনি বাংলাদেশ নিয়ে ভেবেছেন?", বঙ্গবন্ধু তখন বলেছিলেন, "৪৭-এ।" এ থেকেই সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধুর যথার্থ চিন্তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। যখন বাঙালির স্বতন্ত্র চেতনা থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণের প্রশ্ন ওঠে, সেই সময় তাঁর সঠিক চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাই ৬ দফা দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে। ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ভাই আপনি ৬ দফা দিয়ে কি বাঝাতে চান?" উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আরে মিয়া, বুঝলা না? দফা তো একটাই, একটু ঘুরাইয়া কইলাম।" তিনি আরো তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন, আমার লক্ষ্য এক দফা, আর সেই এক দফায় উপনীত হবার জন্য আমি ৬ দফা নামের সাঁকো দিলাম।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি বলেন, "আজ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ।" একইভাবে ৭ মার্চের ভাষণে বাংলার মানুষকে সার্বিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন স্বাধীনতা অর্জনের।

বঙ্গবন্ধু ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের এখানেই শেষ নয়। তাঁর ছিল মুগ্ধ করার বিস্ময়কর ক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি বাংলাদেশের বিপক্ষে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে মাত্র ৩৫ মিনিটের আলোচনায় তিনি এই মহান পুরুষের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন। দু-হাত তুলে দোয়া করেন বাংলাদেশের জন্য।

মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের গুলিতে শাহাদাতবরণ করেন। কিন্তু যে পাথেয় তিনি এই বাঙালি জাতির জন্য তৈরি করে দিয়ে গেছেন, তা অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে পারলে আমরা নিঃসন্দেহে হয়ে উঠব সোনার মানুষ, গড়ে তুলতে পারব বঙ্গবন্ধুর কাঙ্খিত 'সোনার বাংলা'।

লেখক: সহকারী পরিচালক (দক্ষতামান-১)
এনএসডিএ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে আমাদের প্রযুক্তি নির্ভর হতে হবে

- নির্বাহী চেয়ারম্যান, এনএসডিএ

'আগামীর পৃথিবী মোকাবেলাসহ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের প্রযুক্তি নির্ভর হতে হবে। এবং এজন্য তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।' গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এনএসডিএ সভাকক্ষে আয়োজিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জন' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), জনাব নাসরীন আফরোজ এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, 'বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে আজকের এই বাস্তবতাকে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি তখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্বপ্ন দেখান, স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ অচিরেই উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জন' শীর্ষক কর্মশালা

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইনফর্মাল সেক্টর আইএসসির চেয়ারম্যান জনাব নূরুল গণি শোভন ও এগ্রো ফুড সেক্টর আইএসসির চেয়ারম্যান জনাব শফিকুর রহমান ভূঁইয়া। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা, সদস্য (যুগ্মসচিব), এনএসডিএ। তিনি তাঁর বক্তব্যে ২০২৬ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে হলে দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, প্রকল্প পরিচালক এটুআই। তিনি, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রযুক্তি দুনিয়ার পরিবর্তন এবং জনজীবনে এর প্রভাবসমূহের চিত্র তুলে ধরেন। সেইসাথে বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিরও তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করেন। পাশপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের কৌশল নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয় কর্মশালায় আলোচনা করেন। দিনব্যাপি এ কর্মশালায় এনএসডিএ-এর কর্মকর্তা, এনজিও, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসটিপি) এবং শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)-এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
www.nsda.gov.bd